তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৯

**‍চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব, অসহায়, দুস্থ, দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১০৩,৮৭৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫,১৯,৩৭৫ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার পুরোটাই এ পর্যন্ত ১,৮৩,০৩১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭,৪৩৬টি প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৫৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১৬৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২,৬০৫টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ৪৩,৩০২ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১,৭৪,৭২৭টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮,০৬,৫৭৪ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১,৩৬৮টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১,৫২২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১,৩১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর(ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩১,০০০ পরিবার ও ১,১৯,৩৫০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ৩০,০০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২২,৯০০টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ০৩ হাজার ১৫৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩,২৬৭টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৫৯৩টি পরিবার।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ১৭,৪১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার পুরোটাই এ যাবৎ ৫৯,০৮২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

পাতা-২

লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩২,৪৯৭টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫,০৫৯ টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩,৭৫,২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ০৯ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ০৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৩ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫১,৫০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার পুরোটাই অদ্যাবধি ১,৬৭,৭৫৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৫৮৯টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ২৩,৮০০টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬,৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লক্ষ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০০টি পরিবার।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৩০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা ১,০৬,৫৯০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই ১,৯১,১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ৫,৯২০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২৭০ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১০০০ প্যাকেটের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৪ প্যাকেট ১৫৪ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৮২০টি পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ৫২,০৫০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১,০১,২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লক্ষ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫টি পরিবার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ৫৮,৭৪৬টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১,৩৫,৮২২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২২৮টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৫৪টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ লক্ষ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১৭০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/রেজাউর/২০২১/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৮

‍**ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় এবারও তিনগুণ আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হচ্ছে**  
 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন,‍ করোনা সংক্রমণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় এবারও স্বাস্থ্যবিধি মেনে তিনগুণ আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হচ্ছে । সেই সঙ্গে মৃত্যু শূন্যের কোটায় রাখতে শতভাগ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়ার প্রচেষ্টা থাকছে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির' সভায় এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, “উপকূলীয় এলাকায়  শতভাগ মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনতে হবে। যে করেই হোক সবাইকে শেল্টারে আনতে হবে, একজনকেও রেখে আসা যাবে না। এবার আমরা টার্গেট রাখব মৃত্যুহার যেনো জিরো হয়”। অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবারের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী জানান, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময়ে পাঁচ হাজার আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার করা হয়েছে। আম্পানের সময়ে করোনার কারণে ১৪,০৬৭টি আশ্রয় কেন্দ্রে ২৪ লাখ৭৮ হাজারের বেশি মানুষকে রাখা হয়েছে।

“কোভিডের কারণে তিনগুণ আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার করবো। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবহার করা হবে। সবার জন্য মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা হবে। ফনী, বুলবুল, আম্পান মোকাবেলা করেছি । অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ঝড় মোকাবিলা করা হবে এবং শতভাগ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে এসে মৃত্যুহার শূন্যের কোটায় আনা হবে।”  
  
 প্রতিমন্ত্রী জানান, দূর্গত এলাকার শতভাগ মানুষকে শেল্টার সেন্টারে আনতে পারলে মৃত্যুহার শূন্য হবে আশা করা যায়। যারা বাইরে অবস্থান করে তাদের মধ্য থেকেই মারা যায়। আম্পানে আশ্রয় কেন্দ্রে কেউ মারা যায় নি; যারা মারা গেছে তারা গাছ চাপ পড়ে, টিনের আঘাতে। তিনি বলেন, “কোভিড রোগী থাকলে তাকে আইসোলেশনে রাখতে হবে। আক্রান্ত কেউ যেন সুস্থ মানুষের মাঝে না আসতে পারে, সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে নতুন করে সংক্রমণের সৃষ্টি না হয়।”

ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান ২৩ মে'র পর ঠিকভাবে বোঝা যাবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান,  ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর সব সদস্যদের এরমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। তারা প্রচারণা শুরু করেছে। শেল্টার সেন্টারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে প্রচারণা করছে। ফায়ার সার্ভিসও প্রস্তুত রয়েছে। স্কাউটের ছয় লাখ স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন। শুকনা খাবার মজুত রয়েছে। রোববার থেকে বিভিন্ন জেলায় এসব খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে ।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ‘রুল মডেল’ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের যে সুনাম রয়েছে তা ধরে রাখায় সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান তিনি।

প্রস্তুতিমূলক এ সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ শামসুদ্দীনসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, রেডক্রিসেন্ট, সিপিপিসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা-বিভাগের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

#

সেলিম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৭

**জনগণের সুরক্ষায় কাজ করছে সরকার**

**--তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান বলেছেন, করোনা মোকাবিলা ও জনগণের সুরক্ষায় সরকার নিরলস ভাবে কাজ করছে এবং সরকার  সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে করোনার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে এখনও। সরকারের প্রচেষ্টা সফল করতে জনগণের সহযোগিতা আবশ্যক।

প্রতিমন্ত্রী আজ সরিষাবাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বর্হিবিভাগের  বর্ধিত ভবন উদ্বোধন ও হেলথ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডা. মুরাদ হাসান বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, এখানে করোনা থেকে দূরে থাকতে হলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল ও স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলে জীবিকা নির্বাহের সংকটের পাশাপাশি জীবনও শঙ্কার মুখে পড়ে। তাই সরকার দুয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিহাব উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. প্রণয় কান্তি দাস, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. গাজী মোহাম্মদ রফিকুল হক,  আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ প্রমুখ।

#

মাহবুবুর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৬

**খুলনা বিভাগে করোনাকালীন সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার।  তারই অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় আজ গরিব, অসহায়, কর্মহীন এবং দুস্থ মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

যশোর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে  ৫৮ হাজার টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি  ৯০ লাখ টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৭ শত ৯৮ টি পরিবারের মাঝে ১৩ কোটি  ৯৮  লাখ ৫৯ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ২ হাজার ৪ শতটি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাগেরহাট জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪০ হাজার  ৬ শত ৫০ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি  ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৮ শত ৯৯ টি পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ২ শত ৩৯ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে  ২৩ হাজার  ৬ শত ৬৮ টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি  ৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৫৩ হাজার ৮ শত ২৫ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪২ লাখ ২১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৪ শত ৫৭ টি পরিবারের ২ হাজার ২ শত ৮৫ জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ২৪  হাজার  ৯ শত ৫৪টি পরিবারের মাঝে ১কোটি  ২০ লাখ ৯৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৭৬ হাজার ৭৮টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি  ৪২  লাখ ৩৫ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২ হাজার ৭৭ টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবারের প্যাকেট এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৩০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ১৩ হাজার  ২ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৬২ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ২ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ১৫টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ১ শতটি পরিবারের মাঝে  ৫ শত টাকার মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৫

**রোজিনাকে নিয়ে ফায়দা লুটতে চায় দেশবিরোধীরা**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'গত ১৭ মে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিক রোজিনার ঘটনাকে পুঁজি করে দেশবিরোধী চিহ্নিত মহল ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে, কারো কর্মকাণ্ড যেন তাদের হাতে অস্ত্র তুলে না দেয়।'

মন্ত্রী আজ তাঁর মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে টিভি নাট্যপরিচালকদের সংগঠন  ডিরেক্টরস গিল্ডের নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎশেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন। গিল্ডের সভাপতি সালাহউদ্দীন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক এস এম কামরুজ্জামান সাগরসহ নির্বাহী সদস্যবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

'রোজিনার ঘটনাকে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে এবং দেশবিরোধী মহল এটি নিয়ে অতি তৎপর হয়ে উঠেছে' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা দেখেছেন, 'এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ফিলিস্তিনে নারী-শিশুসহ শতশত প্রাণহানি ঘটার পর বিবৃতি দিতে অনেকদিন সময় লাগলেও বিচারাধীন রোজিনা ইস্যুতে তারা পরদিনই বক্তব্য দিলো।'

মন্ত্রী বলেন, 'দেশবিরোধী বিভিন্ন চক্র যারা বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কুৎসা রটায়, মিথ্যা অপপ্রচার চালায়, তাদেরও সক্রিয় হতে দেখা গেছে। বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মুশফিক ফজল জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে গিয়ে একটি প্রশ্ন করে এক কর্মকর্তার কাছে থেকে সার্বজনীন গণমাধ্যম বিষয়ক একটি জবাব আদায় করেছে। সেই বক্তব্যকেই রোজিনার বিষয়ে জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তার বক্তব্য আর জাতিসংঘের উদ্বেগ এক নয়।'

'মন্ত্রী, সচিব বা রোজিনা ইসলাম কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন' স্মরণ করিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আমাদের কোনো কর্মকাণ্ডকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশবিরোধীরা যাতে দেশের ক্ষতি করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।' স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে রোজিনার স্বামীর ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতীতে রোজিনার এ ধরনের ঘটনার প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সেটি আমি সামাজিক ও গণমাধ্যমে দেখেছি, তবে যেহেতু তদন্ত চলছে, তদন্তেই সেগুলো বেরিয়ে আসবে।

এবিষয়ে বিএনপি মহাসচিবের দেয়া বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, বিএনপি যখন রোজিনা ইস্যুতে বক্তব্য দিতে থাকে, তখন বুঝতে হবে, এটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার অপচেষ্টা চলছে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে শিক্ষা উপমন্ত্রীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, মতের অমিল হলেই কাউকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা কখনোই সমীচীন নয়।

উল্লেখ্য গত ১৭ মে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি কক্ষ থেকে গোপনে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ নথির ছবি তোলা এবং জরুরি তথ্য সংবলিত কাগজ সরিয়ে নেয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদক রোজিনা ইসলাম এখন আদালতে বিচারাধীন।

পরে মন্ত্রী বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে রোজিনার বিষয়টি আবেগতাড়িতভাবে না দেখে বাস্তবতার নিরিখে দেখার আহ্বান জানান। বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মো. আবদুল মজিদ, সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, নির্বাহী সদস্য ইব্রাহিম খলিল খোকন, সিনিয়র সাংবাদিক মোতাহার হোসেন প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিরেক্টরস গিল্ডের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহসভাপতিত্রয় মাসুম আজিজ, ফরিদুল হাসান, রফিকুল্লাহ সেলিম, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় পিকলু চৌধুরী, ফিরোজ খান, অর্থ সম্পাদক সাজ্জাদ সনি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফেরারী অমিত, প্রচার সম্পাদক সহিদ উন নবী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোস্তফা মনন, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক আনিসুল হক ইমেল, আইন সম্পাদক মাহমুদ নিয়াজ চন্দ্রদ্বীপ, দপ্তর সম্পাদক গোলাম মুকতাদির শান ও নির্বাহী সদস্যবৃন্দ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে যোগ দেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৪

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ২৩০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৮৭ হাজার ৭২৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৩৪৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ২৯ হাজার ৭৯৮ জন।

#

দলিল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮৩

**তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্নদের** **ট্যালেন্টপুল তৈরি করবে সরকার**

-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্নদের একটি ট্যালেন্টপুল (আইটি দক্ষদের ভান্ডার) তৈরি করবে সরকার। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ও দক্ষদের বাছাইয়ের জন্য বিডিস্কিলস শীর্ষক একটি প্লাটফর্মের উন্নয়ন করছে, যাতে আইটি কোম্পানিগুলো এ প্লাটফর্মে প্রবেশ করে ট্যালেন্ট পুল থেকে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ দিতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) এলআইসিটি প্রকল্পের উদ্যোগে উন্নয়নকৃত ‘বিডি স্কিলস ডট গভ ডট বিডি’ নামের এ প্লাটফর্মটি আগামী ৩ জুন  
উদ্বোধনের কথা রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে ট্যালেন্ট পুল তৈরির লক্ষ্যে ‘বিডি স্কিলস ডট গভ ডট বিডি’ নামের ডিজিটাল  প্লাটফর্মের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টেস প্রেজেন্টেশনের ওপর বক্তব্য প্রদানকালে  এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ট্যালেন্টপুল তৈরির এ প্লাটফর্মটি এমন হতে হবে যাতে সারাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চাকুরি প্রত্যাশীরা আইটির বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, শুধু বর্তমানের কথা ভেবে নয়, ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্লাটফর্মটির উন্নয়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়,  চাকুরিতে নিয়োগের জন্য আবেদন থেকে শুরু করে পরীক্ষা এবং যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটি ঝামেলাপূর্ণ, ব্যয় বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা সম্ভব হয় না। প্লাটফর্মটির ব্যবহার করে পিএইচপি, লারাভেল, প্রোগ্রামিং, কোডিংয়ের মতো আইটি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উত্তীর্ণ এবং সার্টিফিকেটধারী ট্যালেন্টদের সব তথ্য থাকবে যাতে যে কোন প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে চাকুরিতে নিয়োগ দিতে পারে।

এলআইসিটি প্রকল্পের আইটি-আইটিইএস পলিসি এডভাইজার সামি আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বিসিসি’র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এনামুল কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটি বিভাগের অধ্যাপক ড. বি এম মঈনুল হোসেন, ব্রেইন স্টেশনের রাইসুল কবির প্রমুখ।

#

শহিদুল/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২১/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮২

**জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে**

**-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের পাশাপাশি সামগ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সকল সরকারি সংস্থা এবং নাগরিককে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন দেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি পুনরুদ্ধার করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক জৈববৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষ্যে ২২ মে ‘সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও অন্যান্য সংকটাপন্ন বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত পরামর্শমূলক কর্মশালায় ’ ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ ২০২১ থেকে ২০৩০ কে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশক হিসাবে ঘোষণা করেছে। বিপর্যয় ও মহামারি রোধে প্রকৃতির প্রতি অবিচার বন্ধ করার এখনই সময়। আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসের এবারের শ্লোগান 'We are part of the solutions, #For Nature' মানব সভ্যতা ধ্বংস বন্ধের লক্ষ্যে বাস্তুসংস্থার পুনরুদ্ধারে কাজ করার বার্তা প্রদান করে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারী উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি হালদা নদীকে জীববৈচিত্র্য ঐতিহ্য হিসাবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এলক্ষ্যে দেশের মোট স্থল ও অভ্যন্তরীণ জলভাগের পাঁচ শতাংশেরও বেশি  সংরক্ষিত অঞ্চল এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৫ শতাংশ এলাকা সামুদ্রিক সুরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। বেঙ্গল টাইগার, বাটাগুর বাসকা, লোনাপানির কুমির, শকুন, ঘড়িয়াল এবং গাঙ্গেয় ডলফিনের প্রজাতি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মূল্যবান কৃষি-জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য জিন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় জীববৈচিত্র্য স্ট্রাটেজি এবং অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৬-২১ গ্রহণ করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এসডিজি ১২, ১৪ এবং ১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে এসডিজি অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন করছে। সরকার বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার। এছাড়া, অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনের নির্বাহী সেক্রেটারি এলিজাবেথ মারুমা ম্রেমার ভিডিও বার্তাও উপস্থাপন করেন।

#

দীপংকর/কামাল/জসীম/শামীম/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮১

**এডিস মশা থেকে রক্ষায় প্রয়োজন জনসচেতনতা**

**-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

  নগরবাসীকে বারবার সচেতন ও সতর্ক করার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে বাসা-বাড়ি এবং এর আশপাশে পানি জমিয়ে রেখে এডিস মশার প্রজননে ভূমিকা রাখলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম ।

  আজ রাজধানীর মিরপুরে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) আয়োজনে এডিস মশা এবং ডেঙ্গু/চিকনগুনিয়া সচেতনতা অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা জানান।

  মন্ত্রী জানান, সিটি করপোরেশনের পক্ষে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মশা নিধন করা কঠিন। তাই মাঠে ময়দানে প্রচারণা চালিয়ে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। একজন মানুষের গাফলতির কারণে পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। আর এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই মশার প্রজননস্থল ধ্বংস না করলে দুই সিটি করপোরেশন থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মো. তাজুল ইসলাম বলেন, দুই সিটি কর্পোরেশকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে দশজন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগে দেয়া হয়েছে। তাদের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।

এপ্রসঙ্গে এলজিআরডি মন্ত্রী বলেন, মশার এই উপদ্রব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে জনসচেতনতা। এরই অংশ হিসেবে আমরা আজকের এই প্রচারণা চালাচ্ছি। এডিস মশা কমাতে হলে জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া সম্ভব না। সকলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করলে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে না। এডিস মশার প্রজনন বন্ধে সকলের অংশগ্রহণের আহবান জানান তিনি।

মো. তাজুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টি হলে ছাদে পানি জমে, ফুলের টবে পানি জমে, টায়ার ও টিউবে পানি জমে। এসব পরিষ্কার পানি ছাড়াও নির্মাণাধীন বাসা-বাড়ি, বেজমেন্ট ও পরিত্যক্ত জায়গায় জমানো পানিতে এ মশা জন্ম নেয়। তাই বাড়ির আঙিনাসহ আশেপাশে আসবাবপত্রের মধ্যে যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে। এটা যত দ্রুত পরিষ্কার করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি এডিস মশার প্রজনন ধ্বংস হবে।

  তিনি বলেন, ২০১৯ সালের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আইইডিসিআর পরবর্তী বছরে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যার তিনগুণ হওয়ার পূর্বাভাস দিলেও মন্ত্রণালয়, দুই সিটি কর্পোরেশন এবং সকল শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে সেই পূর্বাভাস মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে ।

এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং নাট্য অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/কামাল/জসীম/শামীম/২০২১/১৪৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৮০

**আগামীকাল বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির ৪৮তম বার্ষিকী**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

আগামীকাল বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীনতার স্থপতি, গণতন্ত্র ও শান্তি আন্দোলনের পুরোধা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির ৪৮তম বার্ষিকী। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়। বিশ্ব শান্তি পরিষদের শান্তি পদক ছিল জাতির পিতার কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান। এ মহান অর্জনের ফলে জাতির পিতা পরিণত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যারি কুরি ও পিয়েরে কুরি দম্পতি বিশ্ব শান্তির সংগ্রামে যে অবদান রেখেছেন, তা চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, মানবতার কল্যাণে, শান্তির সপক্ষে বিশেষ অবদানের জন্য বরণীয় ব্যক্তি ও সংগঠনকে ‘জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করে আসছে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রমুখ বিশ্ব নেতাদের এই পদকে ভূষিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনা ভাইরাসজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনসমাগম এড়িয়ে দিবসটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের কাছে বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান তুলে ধরে প্রিন্ট, অনলাইন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ সংবাদ/নিবন্ধ প্রকাশ এবং টকশো/ডকুমেন্টারি সম্প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে তাঁর উক্তি নিয়ে প্রকাশিত ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার -বঙ্গবন্ধু’।

#

মোহসিন/কামাল/জসীম/শামীম/২০২১/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৯

**আইনজীবী নূর হোসেন বলাইয়ের মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক নূর হোসেন বলাই এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

আজ এক শোকাবার্তায় আইনমন্ত্রী বলেন, আইনজীবী নূর হোসেন বলাই নিজ কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা আইনজীবী সমিতি একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী হারালো।

মন্ত্রী শোকাবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, নূর হোসেন বলাই ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গতরাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে  ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি-- রাজিউন)। মৃত্যুকালে এক পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

রেজাউল/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৩৭৮

**সংস্কৃতিখাতে টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ**

**-**সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ (২২ মে) :

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, নোভেল করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্প এবং বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কোভিড-১৯ মহামারি দ্বারা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সংস্কৃতিখাত মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এখন আমাদের সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল ক্ষেত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সবার একসাথে কাজ করা দরকার। সংস্কৃতিখাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত "PGA (President of the General Assembly-United Nations) High-Level Event on ‘Culture and Sustainable Development’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের প্যানেল-২ এর আলোচনা সভায় ভিডিও বার্তায় সংযুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্যানেল-২ এর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল: ‘শিল্পী, সাংস্কৃতিক পেশাজীবী ও সংগঠনসমূহের অবস্থা: কোভিড-১৯ মহামারি হতে পুনরুদ্ধারের জন্য  উপযুক্ত ডিজিটাল রূপান্তর’।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকল খাতকে চাঙ্গা ও পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত বছর তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ১২ দশমিক ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সময়োপযোগী ১৯টি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন যার মধ্যে সাংস্কৃতিকখাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কে এম খালিদ বর্তমান মহামারি এবং সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্পের টেকসইকরণের দিকসমূহ বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির বর্ণনা করেন। তিনি সকল স্তরে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবসমূহ বিবেচনা করে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন; ডিজিটাল অবকাঠামোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে অগ্রগতি বৃদ্ধি করা; কপিরাইট নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কপিরাইট স্বত্বাধিকারী ও শিল্পীদের কমিশন নিশ্চিতকরণ; পুস্তক প্রকাশকসহ শিল্পী, সাংস্কৃতিক পেশাজীবী ও সংগঠনসমূহকে উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রণোদনা বা আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, উদীয়মান প্রযুক্তির সাথে বড় আকারের ডিজিটালাইজেশন বিশেষ করে ভার্চুয়াল টুলসমূহ নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং বাজার সম্ভাবনাসহ নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করতে পারে। তিনি বিশ্বজুড়ে সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী এ ভার্চুয়াল ইভেন্ট আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কোকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য,  ২০১৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ২০২১ সালকে 'International Year of Creative Economy for Sustainable Development' ঘোষণা করা হয় এবং সে প্রেক্ষিতে 'সংস্কৃতি ও টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক এ উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

#

ফয়সল/কামাল/জসীম/শামীম/২০২১/১২১০ ঘণ্টা